অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট মাসুদ আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর বাজারে অভিযান চালিয়ে অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট মাসুদুর রহমান ওরফে মাসুদকে (৩০) গ্রেফতার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

সোমবার সন্ধ্যায় মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর বাজার থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। মাসুদ রহমান মেহেরপুর সদর উপজেলার বলিয়ারপুর গ্রামের মুনছের আলীর ছেলে। কোমরপুর বাজারে ওয়ালটন শো রুমের ডিলার তিনি। এছাড়াও কৃষি মেশিনারিজের একটি দোকানও রয়েছে তার।

মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদি রাসেল জানান, অনলাইন জুয়ার বন্ধে মেহেরপুর জেলা পুলিশের তথ্যনুসন্ধান ও গ্রেফতার অভিযান চলমান। এর অংশ হিসেবে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কিছুদিন আগে গ্রেফতার হওয়া এক আসামির স্বীকারোক্তিতে মাসুদ রহমানের বিষয়টি সামনে আসে। তদন্তে মাসুদ বড় আকারের একজন এজেন্ট ও অনলাইন জুয়ার মাস্টার মাইন্ড বলে নিশ্চিত হয় পুলিশ। এর প্রেক্ষিতে মাসুদ রহমানকে গ্রেফতারে অভিযান চালানো হয়। তার কাছে থেকে দুটি এ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফো উদ্ধার করা হয়েছে। তাকে অনলাইন জুয়ার মামলার আসামি হিসেবে মঙ্গলবার মেহেরপুর আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন ওসি।

ওসি আরো জানান. এর আগে গ্রেফতার হওয়া অনলাইন জুয়ার এজেন্টদের স্বীকারোক্তিতে পুলিশের সামনে আসে মাসুদ। তারপর থেকে পুলিশ মাসুদ আটক করতে বিভিন্ন ভাবে অনুসন্ধান শুরু করে।

স্থানীয় অনুসন্ধানে জানা গেছে, মাসুদুর রহমান মাসুদ এর আগে বিজিবি তে চাকরি করতেন। সেখানে চোরকারবারীর সাথে জড়িত থেকে অনেক টাকা অবৈধভাবে আয় করেন এবং বিজিবি তার চাকরি চলে যায়। সেই টাকা দিয়ে তিনি কোমরপুর বাজারে ওয়ালটন শোরুমের ডিলার নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। পাশাপাশি শুরু করেন অনলাইন জুয়ার ব্যবসা।

মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, মাসুদ রহমান মাসুদ অনলাইন জুয়াড়ীদের পুলিশের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য পুলিশের নাম করে বিভিন্ন জুয়াড়ীদের কাছে চাঁদা আদায় করেও সেই টাকা আত্মসাৎ করেন।

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট বিজয় শেখ আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর থেকে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট বিজয় শেখকে আটক করেছে ডিবি ও মুজিবনগর থানা পুলিশ।

বুধবার রাত ১০টার দিকে মুজিবনগর থানার এস আই আশিক মুজিবনগর মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ভবন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে। আটক বিজয় শেখ শিবপুর গ্রামের মৃত শাহাদুল শেখের ছেলে।

মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এস আই আশিক অভিযান চালিয়ে একটি আইফোন ১৪ প্রো ম্যাক্স ব্র্যাণ্ডের মোবাইল সহ বিজয় শেখকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। তাকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের একটি মামলায় তাকে আটক দেখানো হয়েছে।

ডিবির ওসি সাইফুল আলম জানান, অনলাইন জুয়ার এজেন্ট বদরুদ্দোজা রয়েলকে আটক করা হয়েছিলো গত বছরের ২৪ আগষ্ট। রয়েল পুলিশের কাছে বিজয় শেখসহ ১৫জনের নাম করে একটি স্বীকারোক্তি দিয়েছিলো। সেই স্বীকারোক্তী অনুযায়ী তদন্তে বিজয় শেখের সম্পৃক্ততার সত্যতা মেলে। বিষয়টি মুজিবনগর থানাকে জানালে মুজিবনগর থানা পুলিশ তাকে আটকের পর আমাদের কাছে হস্তান্তর করে। আমরা তার কাছে থেকে আইফোন ১৪ প্রো ম্যাক্স ব্র্যাণ্ডের একটি মোবাইল সিম সহ জব্দ করেছি। মোবাইলে অনলাইন জুয়ার প্রাথমিক তথ্য মিলেছে। বিকালে আদালতে তোলা হবে। আরো জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমরা আদালতে রিমাণ্ডের আবেদন জানাবো।

এদিকে, অনলাইন জুয়ার সাথে সম্পৃক্ততা থাকা নিয়ে বিজয় শেখের নাম দীর্ঘদিন ধরে শোনাগেলেও সে ধরাছোয়ার বাইরে ছিলো। কয়েকবছরে অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে কয়েক কোটি টাকার মালিক হয়েছেন বিজয়। নিজগ্রামে পুকুর ভরাট করে চারতলা ভবন নির্মান করে এলাকায় তাক লাগিয়েছেন। অথচ বছর তিন আগেও তার বাবা শাহাজুল শেখ মারা যান।

এরপর বাবার স্যানিটারি সামগ্রী নির্মাণের ব্যবসার মাধ্য সংসার চালিয়েছেন।

উল্লেখ্য, পুলিশের দেওয়া তথ্যমতে মেহেরপুর জেলার বিভিণ্ন এলাকায় দুই শতাধিক তরুণ যুবক এই অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত। তারা অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে নিজেরা কোটি পতি হয়েছে। আর অপরদিকে সর্বশান্ত হচ্ছে সাধারণ তরুণ যুবকরা। পুলিশ গত কয়েক মাসে প্রায় অর্ধশত অনলাইন জুয়ার এজেন্ট আটক করেছে।

… আরো বিস্তারিত পড়তে চোখ রাখুন আগামীকালের পত্রিকায়

অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট ময়না মেম্বর কারাগারে

অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট মহাজনপুর ইউনিয়নের মেম্বর ময়নদ্দিন ওরফে ময়নার জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত।

গতকাল বুধবার মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট মুজিবনগর আমলী আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন চাইলে আদালতের বিজ্ঞ বিচারক তার জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। ময়নদ্দিন ওরফে ময়না মেম্বর মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য।

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট পরিচালনা করে ময়না মেম্বর কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। মেহেরপুর শহরের নীলমনি সিনেমা হলপাড়ায় ৬তলা ভবন তৈরি, নিজ গ্রাম কোমরপুরে কয়েক কোটি টাকা খরচ করে রাজপ্রাসাদ বানিয়েছেন ময়না মেম্বর। এছাড়া ভাইয়ের নামে ভাটা ব্যবসা করেন ময়না মেম্বর।

মেহেরপুর প্রতিদিনে সংবাদ প্রকাশ ও পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার এড়াতে আত্মগোপনে থাকেন ময়না। বেশ কিছুদিন ভারতে পালিয়েও ছিলেন তিনি। পরে উচ্চ আদালত থেকে অন্তবর্তীকালীন জামিন নিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত, গত বছরের ২৫ নভেম্বর রাতে মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল ও মেহেরপুর সাইবার ক্রাইম অপরাধ বিভাগের এস আই এস এম মনিরুজ্জামান মিলনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম কোমরপুর থেকে জিহাদ আলীকে আটক করে। জিহাদ আলী ময়না মেম্বারের সাব এজেন্ট হিসেবে কাজ করতো।

এর আগে ২৫ আগষ্ট বদরুদ্দোজা ওরফে রয়েল নামে প্রথম এক অনলাইন এজেন্ট আটক করে ডিবি পুলিশ। রয়েলের দেওয়া স্বীকারোক্তীতে ১১ নম্বর মামলার আসামি দেখা হয়েছিলো জাহিদ ওরফে শিমুলকে। শিমুল একাধারে ময়না মেম্বরের মাসুদ, রুবেল, নাসির শাহ পাশাপাশি মেহেরপুরিয়ান সপের মালিক ও মহাজনপুরের হেলালের সাব এজেন্ট হিসেবেও কাজ করতো।

ওই সময় জাহিদকে মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে হাজির করা হলে বিচারক এস এম শরিয়ত উল্লাহ ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী গ্রহণ করেন। জিহাদ আলী প্রথমে ময়না মেম্বার, মাসুদ ও রুবেলের সাব এজেন্ট গোপালপুরের এবং পরিচালনা করতো এবং পরে নাসির শাহ মহাজনপুরের হেলালের সাব এজেন্ট হিসেবে মাসিক বেতনে কাজ করতো বলে আদালতে স্বীকারোক্তি দিয়েছে।

জানা গেছে, জিহাদ ওরফে শিমুলের কাছে থেকে পুলিশ মোবাইল ফোন উদ্ধার করে। যে মোবাইলে ০১৮৩২-৫৩০৯১৫ ও ০১৯৮৮-২৩২৯৯৫ নম্বরের দুটি সিম ছিলো। মোবাইলে অনলাইন জুয়া পরিচালনাকারী রেড্ডি অ্যাপসে সাব এজেন্ট ৮৪৪২ এ ৮লাখ ৬৮৮৫৯ টাকা ব্যালেন্স ছিলো। অনলাইন জুয়ার চ্যানেল ফাজনাত নগদ এ ৬ লাখ ৬৮ হাজার৬৩৬ টাকা, ফাজনাত উপায় এ ৮লাখ ৭হাজার ৯০৩ টাকা ব্যালেন্স পাওয়া যায়।

এসময় আসামী শিমুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে জানায়, সে দীর্ঘদিন ধরে অনলাইন জুয়ার চ্যানেল মালিক কোমরপুর গ্রামের আনছার মেম্বারের ছেলে বর্তমান মেম্বর ময়নদ্দিন ওরফে ময়না মেম্বার, বলিয়ারপুর গ্রামের মুনসুর আলীর ছেলে মো: মাসুদ, কোমরপুর গ্রামের আনারুলের চৎরাধপ রুবেলের চ্যানেলের সাব এজেন্ট হিসেবে কোমরপুর গ্রামের আনারুলের ছেলে রুবেলের চ্যানেলের সাব এজেন্ট হিসেবে কাজ করতো। পরবর্তিতে পুলিশের অভিযান শুরু হলে তাদের কাজ বন্ধ করে দেয়। পরবর্তিতে গোপালপুর গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে নাসির শাহ ও মহাজনপুর গ্রামের আব্দুস সাত্তার বাটুলের ছেলে হেলালের ওয়ান এক্স বেটের সাব এজেন্ট হিসেবে বেতনভুক্ত হয়ে কাজ করতো এবং মাসিক ১৫ হাজার টাকা বেতন পেতো। বর্তমানে ওয়ান এক্স

বেটের ফাজনাত বিকাশ, ফাজনাত উপায় ও ফাজনাত নগদ নামে তিনটি অনলাইন জুয়ার সাব এজেন্ট পরিচালনা করছিলো।

আরো জানা যায়, জিহাদ আলী ব্যবহৃত সাব এজেন্টের সিমগুলো জাতীয় পরিচয় পত্র তৈরি রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, রংপুরসহ কয়েকটি জেলার নাম দিয়ে করে অনলাইন জুয়ার পরিচালনা করে আসছিলো।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতিত অবৈধ ই ট্রানজেকশনের মাধ্যমে রাশিয়ান অনলাইন জুয়া সাইট ওয়ান এক্স বেট ও মেলবেটের মাধ্যমে বাংলাদেশ কোটি কোটি টাকা পাচার করছেন অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতরা। আর এ কাজে সহযোগীতা করছেন মোবাইল ব্যাংকিং বিকাশ, নগদ, রকেট, উপায় এর সাথে সেলস প্রতিনিধিরা। তারা মোটা টাকার বিনিময়ে জাল পরিচয়পত্র তৈরি করে অনলাইন জুয়ার এজেন্টের এজেন্ট সরবরাহ করছেন।

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর, মহাজনপুর, গোপালপুর, সদরের টুঙ্গী, মেহেরপুর শহর, গাংনীর গাড়াডোবসহ বেশ কয়েকটি গ্রামে অনলাইন জুয়ার দূর্গ গড়ে উঠেছে। এসব দূর্গে পুলিশ হানা দিয়ে এ পর্যন্ত ২৭ জনকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশের অভিযানের পাশাপাশি মেহেরপুর প্রতিদিনও ধারাবাহিকভাবে অনলাইন জুয়ার আদ্যপান্ত নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করে । ফলে অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতরা একরকম কোনঠাসা হয়ে পড়ে। গ্রেফতার এড়াতে অনেকেই আত্মগোপনে রয়েছেন, অনেকেই রাজনৈতিক নেতাদের আশ্রয়ে রয়েছেন। মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে রাশিয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার করছেন শত শত কোটি টাকা

ঝিনাইদহে ৭ অনলাইন জুয়াড়ি আটক

ঝিনাইদহে এজেন্টসহ ৭ অনলাইন জুয়াড়িকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ। গত রোববার রাতে সদর উপজেলার বামনাইল বাজার এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলো-মাগুরার শালিখা উপজেলার ধনেশ^রগাতি গ্রামের বিমল বিশ্বাসের ছেলে ললিত মোহন বিশ্বাস লিটু (৩১), সদর উপজেলার

জিতরভবানীপুর গ্রামের অধির বিশ্বাসের ছেলে অশোক কুমার বিশ্বাস (২৬), আব্দুল গনির ছেলে এস এম শফিউল্লাহ (২০), শিয়াবুর মন্ডলের ছেলে নয়ন হোসেন (২০), বামনাইল গ্রামের সুর্য্যকান্ত’র ছেলে রতন বিশ্বাস (৩৫), হরপ্রশাদ বিশ্বাসের ছেলে বিধান কুমার বিশ্বাস (৪০) ও সুশান্ত রায়’র ছেলে সমীরন রায় (৩০)।

ঝিনাইদহ ডিবি পুলিশের ওসি শাহীন উদ্দিন জানান, বামলাইন এলাকায় একটি চক্র ‘ওয়ানএক্স বেট’ নামের একটি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জুয়া খেলে আসছিলো এমন খবরে ডিবি পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল তদন্ত শুরু করে। তদন্তে প্রমাণিত হওয়া রাতে বামনাইল এলাকায় অভিযান চালানো হয়। সেসময় লিটু, অশোক কুমার, রতন বিশ্বাস, বিশ্বাস , নয়ন হোসেন, এস এম শফিউল্লাহ ও সমীরন রায় নামের ৭ জনকে আটক করা হয়। তাদের কাছ থেকে মোবাইল ও জুূয়াড় নগদ টাকা উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় ডিবি পুলিশের পক্ষ থেকে মামলা দায়ের তাদের সদর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ব্ল্যাকমেইলিং চাঁদাবাজিসহ নানা অপকর্মে বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন

মেহেরপুরে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের নিয়ে আতঙ্কে, রাষ্ট্রীয় সম্মানের অপব্যবহার, যুব সমাজকে বাঁচাতে চাঁদাবাজ ও ব্ল্যাকমেইলাদের মুখোশ উন্মোচন করা, বাল্যবিয়েসহ নানা অপকর্মের প্রতিকার চেয়ে মানববন্ধন করেছে একটি মানবাধিকার সংগঠণ।

সোমবার সকালে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা আইন সহায়তা কেন্দ্র (আসক) ফাউন্ডেশন নামের একটি সংগঠনের ব্যানারে এ মানববন্ধন করা হয়। মানববন্ধন শেষে তাদের দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে জমা দিয়েছে।

সংগঠনের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি কামরুজ্জামান খাঁনের

করার জন্য যে কুচক্রি মহল কাজ করছে তাদেরকে তুলে নিয়ে এসে তাদের মুখোশ খুলে দিয়ে তাদেরকে শাস্তির আওয়াতার আনার দাবি করছি। আমাদের এই জেলায় এক সময় পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লাই চাঁদাবাজি হতো, গুন্ডামি হত মাস্তানি হত এবং প্রকাশ্যে সন্ত্রাসীরা অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াতো । আজকে কিন্তু এটা নাই বললেই চলে। আজকে তার উল্টোটা ঘটছে যেখানে যেই মানুষগুলোর আস্থাভাজন যাদের উপরে আমরা সাধারণ মানুষ ভরসা করি যাদের ভরসায় আমরা পথ চলতে পারি সেই মানুষগুলোই সাধারণ মানুষকে জিম্মি করে ভয় দেখিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করে রেখেছে। আমরা যেই গণমাধ্যমকে ভরসা করি সেই গণমাধ্যমের কিছু কুচক্রিমহল তারা টিম তৈরি করে এই সমাজের পরিবেশ নষ্ট করছে। তারা পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় গ্রামে গ্রামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমনকি তারা সাপুড়ে কবিরাজ থেকে শুরু করে তাদের কাছে চেয়েও চাঁদা নিয়ে আসছে। প্রশাসন এর জন্য কাজ করছে তাদেরকে ধরছে তাদেরকে আবারও জামিনের আওতায় নিয়ে এসে তারা আবার সেই অপকর্মে কাজে লিপ্ত হচ্ছে। দিলারা আরো বলেন, হোটেল আটলান্টিক কাণ্ডতে সাংবাদিকসহ অনেকের নাম এসেছে। শুধুমাত্র কয়েকজন পুলিশের অভিযান ধরা পড়েছে। বাকিরা দেদারছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের তারা নির্দোষ হলে সাংবাদিক সম্মেলন করতো পারতো, তা কিন্তু তারা করেনি। এবং তাদের বিরুদ্ধে যদি কেউ ষড়যন্ত্র করে থাকে তারা যদি ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে থাকে তাহলে তদন্তের মাধ্যমেও সেটা বেরিয়ে আসুক।

বিকাশকর্মী থেকে কোটি কোটি টাকার মালিক আনোয়ার,নেপথ্যে অনলাইন জুয়া

বিকাশের ডিস্ট্রিবিউটর সেলস অফিসার (ডিএসও) পদে চাকরিকালীন মাসে বেতন পেতেন সাড়ে ১১ হাজার টাকা। করোনার অতিমারিতে অনলাইন জুয়ার কার্যক্রম শুরু হলে জুয়াড়িদের কাছে বিকাশের এজেন্ট সিম সরবরাহ করতে আবিষ্কার করে তিনি নিজেই অনলাইন জুয়ার হোতা বনে যান। আর এই দুই বছরে সাড়ে ১১ হাজার টাকা বেতনের সেলস প্রতিনিধি এখন কোটি কোটি টাকার মালিক।

আরব্য রজনির রুপকথা আলাদিনের চেরাগকে হার মানানোর গল্প এটি। এবারের গল্পের নায়কের নাম আনোয়ার হুসাইন। বয়স আনুমানিক ৩০ বছর। মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াডোব গ্রামের কিয়াম উদ্দিনের ছেলে। ইতোমধ্যে গাড়াডোব অনলাইন জুয়ার দ্বিতীয় দূর্গ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। যে গ্রামে ৩০ থেকে ৪০ জন তরুন অনলাইন জুয়ার এজেন্ট হিসেবে কাজ করছেন।

মুলত ২০২০ সালে করোনার সময় তিনি অনলাইন জুয়ার এজেন্ট মাদার আলীকে সিম সরবরাহ করতে গিয়ে অনলাইন জুয়ায় জড়িয়ে পড়েন। যখন কোনমতে বিকাশের বেতন থেকে সংসার চালাতেন। মাত্র দেড়বছর যেতে না যেতেই কোটি কোটি টাকার মালিক হতে থাকেন তিনি। অনলাইন জুয়ার আয় থেকে শুরু সম্পদ কেনা ও ব্যবসা বাণিজ্য। তবে বদরুদ্দোজা রয়েল প্রথম আটক হওয়ার পর সে পুলিশের কাছে আনোয়ার হোসেনের নাম জড়িয়ে দিলে তারপর থেকে পলাতক জীবন যাপন শুরু করে। মাঝে মধ্যে বিভিন্ন মহলকে ম্যানেজ করে এলাকায় আসেন। কাজ শেষ করে আবার আত্মগোপনে থাকেন।

আনোয়ার হোসেনের সম্পদ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা গেছে, আনোয়ার হোসাইন অনলাইন জুয়া থেকে আয় করা টাকা দিয়ে ২০২১ সালের ২১ ডিসেম্বর মেহেরপুর শহরের তাহের ক্লিনিকের সামনে সড়কের (মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়ক) পাশে চার কাঠা জমি কিনেছেন। যার দলিল মূল্য করা হয়েছে ৯৪ লাখ টাকা। যে জমি রেজিষ্টি করত্রে ও মহুরী খরচ লেগেছে আরো ১০ লাখ টাকা। যার দলিল নম্বর ৬৯৮২/২১।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের কাটাইখানার সামনে আজিজুল হকের মেয়ে সুমনা হকের কাছে থেকে চলতি ২০২২ সালেল ১৯ জুলাই ৯ শতক জমি কিনেছেন। যার দলিল মূল্য করা হয়েছে ৪৫ লাখ টাকা। দলিল নম্বর-৪২৭০/২২।

শহরের পিয়াদা পাড়ায় সুমনা হকের ভাই রাসেল হকের কাছে থেকে ২০২২ সালের ২৮ জুন তারিখে সাড়ে ১৪ শতক জমি কিনেছেন। যার দলিল মূল্য করা হয়েছে ৪০ লাখ টাকা। যার দলিল নম্বর-৩৮৪১/২২। রেজিস্ট্রি ও মহুরী খরচ লেগেছে আরো ৬ লাখ টাকা।
২০২১ সালের ২২ জুন তারিখে ফৌজদারি পাড়ার আশরাফুল ইসলাম ও তার ভাইদের সাথে ৬ কাঠা জমি কিনেছেন। যার দলিল মূল্য করা হয়েছে ৬০লাখ টাকা। যার দলিল নম্বর-৩৫৬৬/২১।

গাংনীর গাড়াডোব গ্রামের কাঁচারি বাজারে মরিয়ম হার্ডওয়ার এন্ড

(আনোয়ার হোসেনের বাকি তথ্য নিয়ে আরেকটি পর্বে বিস্তারিত প্রকাশ করা হবে। )

অনলাইন জুয়ার সেকেণ্ড ম্যান অনিক ও তার দুই সহযোগী আটক

অনলাইন জুয়ার বাংলাদেশের সেকেন্ড ম্যান মোস্তাক নাহিদ অনিককে
(২২) ও তার দুই সহযোগীকে আটক করেছে পুলিশ।

গত শনিবার দুপুরে রাজধানীর মিরপুর-২ এলাকার একটি ফ্ল্যাট থেকে অনিক ও হাসিবকে আটক করে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) এবং মুজিবনগরের দারিয়াপুর থেকে রিমেট নামের একজনকে মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি অভিযানিক দল।

আটকরা হলেন-অনলাইন জুয়ার দূর্গ খ্যাত মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের অনলাইন জুয়ার অন্যতম হোতা মাদার আলীর ছেলে মোস্তাক নাহিদ অনিক (২২), কোমরপুর গ্রামের মোস্তাকিন আলীর ছেলে মেহেদী হাসিব (২২), দারিয়াপুর গ্রামের মনিরুল ইসলামের ছেলে মুশফিকুর রহমান রিমেট (২৩)। গতকাল রবিবার বিকালে তাদের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট মুজিবনগরের আদালতে হাজির করা হলে হাসিব ও রিমেট ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী প্রদান করে। আদালতের বিজ্ঞ বিচারক তাদের জবানবন্দী গ্রহণ করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর ডিবির এস আই আশরাফুল ইসলামের নেতৃত্বে রাজধানীর মিরপুর-২ এলাকার একটি আবাসিক ভবনে অভিযান চালায় পুলিশ। সেখানে অনিকের কাছে থেকে দুটি এবং হাসিবের কাছে থেকে একটি অনলাইন জুয়ার চ্যানেলসহ হাতেনাতে তাদের গ্রেফতার করা হয়। অনিকের কাছে দুটি অনলাইন চ্যানেলের মধ্যে একটি তার নামে এবং অপরটি তার পিতা মাদারের নামে রয়েছে। প্রতিটি চ্যানেলে গড়ে প্রতিদিন আয় হয় ৮০ থেকে ৯০ হাজার টাকা। পুলিশ আরো জানায়, মোস্তাক নাহিদ অনিক বাংলাদেশের অনলাইন জুয়া কার্যক্রমের

সেকেণ্ড ম্যান হিসেবে সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত করে আসছিলো। অনিক ওয়ান এক বেট, মেল বেট ও লাইন বেটের সকল চ্যানেল নিয়ন্ত্রণ করেন। তার কাছে থেকে অনিক নাগাদ, লিনিয়া মাদার নামের দুটি মূল চ্যানেল, এবং হাসিবের কাছে থেকে সাজিব বিকাশ নামের একটি চ্যানেল সহ ব্যবহৃত মোবাইল ও সিম উদ্ধার করেছে।

বিশ^স্ত একটি সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ তারা জানিয়েছে মেহেরপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে ২০টি চ্যানেল দেওয়া আছে। যেগুলো সিম সরবরাহ করে তার অনিকের পিতা মাদার আলী। আর এগুলো সব নিয়ন্ত্রণ করে অনিক নিজে।

সূত্রে আরো জানা গেছে, রাশিয়া থেকে বাংলাদেশে অনলাইন জুয়ার পুরো কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে টম (ছদ্মনাম) নামের এক ব্যক্তি। অনিক বাংলাদেশের সেকেণ্ড ম্যান হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করেন। অনিকের অনুমোদন ছাড়া কাউকে এ চ্যানেল দেওয়া হয় না। এর জন্য অনিক পেয়ে থাকেন চ্যানেলের ৮ শতাংশ এবং টম পান ১৫ শতাংশ। এভাবে মেহেপুরের দুই শতাধিক তরুণ ও বিভিন্ন বয়সের মানুষকে তারা অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িয়েছে। যার অন্যতম দূর্গ মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর। এখনো তাদের এসকল চ্যানেল পরিচালনা করছে সমরাজ, উজ্জল, সোহাগ খুড়া, জঙ্গল, লাল মিয়াসহ প্রায় ২০ জন এজেন্ট। এছাড়া বেশ কয়েকজন চ্যানেলের জন্য টাকা জমা দিলেও অনিকের কারণে তারা চ্যানেল পায়নি। যা থেকে অনিক ও টম কয়েক কোটি অবৈধ আয় করেছে।

স্থানীয়রা জানান, মাদার আলী সবসময় স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলুর ছত্রছায়ায় থেকে এ ধরণের কর্মকাণ্ড পরিচালিত করে আসছে। যা বিভিন্ন সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা গেছে। আগামীতে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের শীর্ষ পদ নেওয়ার চেষ্টাও করে চলেছেন বলে গুঞ্জন রয়েছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে মেহেরপুর কয়েকজন সাংবাদিককে মাসোহারা দিয়ে ম্যানেজ করার অভিযোগও এক অনলাইন এজেন্টের স্বীকারোক্তীকে উঠে এসেছে। সদর উপজেলার পিরোজপুরে মাদার আলীর শশুরবাড়ি এলাকায় একজনকে চার বিঘা জমি নিয়ে চারটি চারটি চ্যানেল দিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আজমল হোসেন বলেন, আটক আসামিদের মধ্যে অনিক অনলাইন জুয়ার কার্যক্রমে মেহেরপুরের শীর্ষ এবং দেশের সেকেণ্ড ম্যান। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায়

হাসিব ও রিমেট অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত থাকা কথা স্বীকার করেছে এবং তাঁরা অনিক ও তার পিতা মাদার আলীর চ্যানেল পরিচালনা করে বলে স্বীকারোক্ত দিয়েছে।
এদিকে, অনলাইন জুয়ার দূর্গে একের পর এক হানা দিয়ে ইতোমধ্যে প্রায় অনলাইন জুয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট অর্ধশতাধিকজনকে আটক করে আইনের আওতায় নিয়ে এসেছে। মাদারের ছেলে অনিককে আটকের মধ্যে দিয়ে বড় ধরণের একটি সফলতার মাইল ফলক স্পর্শ করলো মেহেরপুর পুলিশ বিভাগ।

পেছনের কথা:

গত বছরের ২৫ সেমেপ্টম্বর মেহেরপুর প্রতিদিনে “অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা, মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার” শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ হয়। প্রকাশিত সংবাদে মাদার আলীর তথ্য উঠে আসে। এনিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদকসহ সংশ্লিষ্টদের হুমকি ধামকিও দেয় মাদার আলীর লোকজন।

প্রকাশিত ওই সংবাদে জানা যায়, ২০২০ সালে করোনাকালীন সময়ে মূলত কয়েকজন অনলাইন জুয়ায় জড়িয়ে পড়েন। তারা হলেন- কোমরপুর গ্রামের মুকুল ইসলাম, নুরুজ্জামান ওরফে জামান মাস্টার, নুরুল ইসলাম ওরফে লালন মাস্টার, মাদার আলী ওরফে মাদার মাস্টার এদের অন্যতম। তাদের মাধ্যমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে অনলাইন জুয়ার দূর্গ। তারাও হয়েছেন কোটিপতি। এদের রয়েছে প্রায় দু’ডজন এজেন্ট। যারা এই চারজনের চ্যানেল নিয়ে নিয়মিত অবৈধ ট্র্যানজেকশন করে চলেছেন।

মাদার আলী ওরফে মাদার মাস্টার। তিনি কোমরপুরের স্থায়ী বাসিন্দা হলেও সদর উপজেলার সাহেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান হিসেবে কর্মরত। অথচ কোটি টাকা খরচ করে ২তলা বিশিষ্ট রাজপ্রাসাদ বানিয়েছেন তিনি।
বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, ১০ থেকে ১২টি লাইনবেট সাইটের এজেন্ট তিনি। তিনি নিজেও এই লেনদেনের সাথে জড়িত এবং তার ছেলে অনিক ঢাকা থেকে তার এসকল লেনদেন করে থাকেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ছেলে অনিক ঢাকায় বাসা ভাড়া করে অভিযাত জীবনযাপন করেন বলে জানা গেছে।

মাদার আলীকে কয়েক মাস আগে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নেওয়া হয়েছিলো বলে পুলিশের একটি সূত্র থেকে জানা গেছে। পুলিশ সুপারের নামে স্থানীয় অনলাইন এজেন্টদের কাছে টাকা তোলার অভিযোগও ছিলো তার বিরুদ্ধে। অথচ বর্তমান পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, পিপিএম (সেবা), অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স

ঘোষনা দিয়ে তাঁর বাহিনীকে মাঠে নামিয়েছেন। পুলিশের ওই টিমটি অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা দিয়ে একের পর এক সফল অভিযান বাস্তবায়ন করছে।

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়া মামলার আসামি হেলাল গ্রেফতার

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুরে অভিযান চালিয়ে অনলাইন জুয়া মামলার এজাহারনামীয় আসামি মো: হেলালকে গ্রেফতার করেছে মুজিনগর থানা পুলিশ।

বুধবার রাতে মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম মহাজনপুর গ্রামের মাঠপাড়ার খয়রদ্দিনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে। মো: হেলাল মহাজনপুর গ্রামের মো: জাকের আলীর ছেলে।
পরে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, মেহেরপুর জেলায় এক শ্রেণীর অসাধু লোক অনলাইন জুয়া IxBet, Lincbet, Melbet, Bet Winner, Walmart এর সাব-এজেন্ট হিসেবে কাজ করিতেছে এবং অনলাইন জুয়া x Bet, Linchet Melbet, Bet Winner Ges Walmart

পরিচালিত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতিত মোবাইল ব্যাংকিং সেবা বিকাশ/নগন/রকেট/উপায় এর কতিপয় অসাধু সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ এর জোগসাজোশে অবৈধ ই-ট্রানজেকশন করছে। অনলাইন জুয়া IxBet, Linchet, Melbet, Bet Winner G Walmart সহ বিভিন্ন অনলাইন জুয়ার সাইটের সাব এজেন্টরা ভূয়া তথ্য দিয়ে বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করে অনলাইল মোবাইল ব্যাংকিং সেবা বিকাশ/নগদ /রকেট/উপায় এর কতিপয় অসাধু সেল রিপ্রেজেন্টেটিভ এর মাধ্যমে ব্যবসয়িক এজেন্ট সিম নিবন্ধন করে করছে।
গত ২০ অক্টোবর মাহফুজুর রহমান জয়, আক্তারুজ্জামান আক্তার, তরিকুল ইসলাম, রুবেল হোসেন কে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকালে

তাহাদের নিকট থেকে আলামত হিসেবে ৭টি মোবাইল ফোন, অনলাইন জুয়ার লেনদেনের ৫০ হাজার টাকা, ২৩টি বিভিন্ন কোম্পানীর সিমকার্ড যাহার মধ্যে ২ টি এজেন্ট সিমকার্ড, অনলাইন জুয়া 1xbet এর ০১ (এক) টি চ্যানেল, অনলাইন জুয়া bet winner এর ০৪ (চার) টি চ্যানেল উদ্ধার করেন। এছাড়া গত ১৩ নভেম্বর মোঃ সাইদুর ইসলাম, সুমন খন্দকার, রফিকুল ইসলাম গ্রেফতার করে তাদের নিকট থেকে অনলাইন জুয়ার আলামত হিসেবে ৫টি মোবাইল ফোন, ৯ টি বিভিন্ন কোম্পানীর সিমকার্ড যার মধ্যে ১টি এজেন্ট সিমকার্ড, অনলাইন জুয়া 1xbet এর ১ টি চ্যানেল উদ্ধার করা হয়। ওই মামলার এজাহারনামীয় আসামি মো: হেলাল।

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরও এক এজেন্ট লাল মিয়া গ্রেফতার

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর বাজারে অভিযান চালিয়ে লাল মিয়া (৩৫) নামের অনলাইন জুয়ার আরও এক এজেন্টকে হাতেনাতে গ্রেফতার করেছে ডিবি পুলিশ। গত মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আজমল হোসেন, মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল, ডিবির ওসি সাইফুল আলমের নেতৃত্বে ডিবি পুলিশ, মুজিবনগর থানার একাধিক টিম অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে। পরে গতকাল বুধবার বিকালে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলার আসামি দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত লাল মিয়া কোমরপুর বাজার পাড়ার জহিরুল ইসলামের ছেলে এবং অনলাইন জুয়ার অন্যতম হোতা মাদার আলীর ভাগ্নে। অভিযান চলাকালীন লাল মিয়ার কাছে থেকে পুলিশ একটি Redmi Note 10s মডেলের মোবাইল যাহার IMEI-1: ৮৬০৩৭০০৫৯৮৭০২৮৩. IMEI ২০ ৮৬০৩৭০০৫৯৮৭০২৯১ এবং ফোনে ব্যবহৃত মোবাইল নাম্বার ০১৮৪৬-১৫৫৯১৫ এবং ০১৭১০-০৩১৯৬০, একটি Nokia 1464 মডেলের মোবাইল যাহার IMEI-1: ৩৫৩৪৪৫৪২২৯৫৯৩৯৫, IMEI ২: ৩৫৩৪৪৫৪২২৯৫৯৪০৩ ব্যবহৃত মোবাইল নম্বর ০১৮৩৪-০৭১২১০ এবং ০১৭১৬-৫৫৪১৩৩ উদ্ধার করা হয়।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, মেহেরপুর জেলায় এক শ্রেণীর অসাধু লোক

অনলাইন জুয়া IxBet, Lincbet, Melbet, Bet Winner, Walmart এর সাব-এজেন্ট হিসেবে কাজ করিতেছে এবং অনলাইন জুয়া x Bet, Linchet Melbet, Bet Winner পরিচালিত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতিত মোবাইল ব্যাংকিং সেবা বিকাশ/নগন/রকেট/উপায় এর কতিপয় অসাধু সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ এর জোগসাজোশে অবৈধ ই-ট্রানজেকশন করছে। অনলাইন জুয়া IxBet, Linchet, Melbet, Bet Winner G Walmart সহ বিভিন্ন অনলাইন জুয়ার সাইটের সাব এজেন্টরা ভূয়া তথ্য দিয়ে বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করে অনলাইল মোবাইল ব্যাংকিং সেবা বিকাশ/নগদ /রকেট/উপায় এর কতিপয় অসাধু সেল রিপ্রেজেন্টেটিভ এর মাধ্যমে ব্যবসয়িক এজেন্ট সিম নিবন্ধন করে করছে।

গত ২০ অক্টোবর মাহফুজুর রহমান জয়, আক্তারুজ্জামান আক্তার, তরিকুল ইসলাম, রুবেল হোসেন কে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকালে তাহাদের নিকট থেকে আলামত হিসেবে ৭টি মোবাইল ফোন, অনলাইন জুয়ার লেনদেনের ৫০ হাজার টাকা, ২৩টি বিভিন্ন কোম্পানীর সিমকার্ড যাহার মধ্যে ২ টি এজেন্ট সিমকার্ড, অনলাইন জুয়া 1xbet এর ০১ (এক) টি চ্যানেল, অনলাইন জুয়া Bet Winner এর ০৪ (চার) টি চ্যানেল উদ্ধার করেন। এছাড়া গত ১৩ নভেম্বর মোঃ সাইদুর ইসলাম, সুমন খন্দকার, রফিকুল ইসলাম গ্রেফতার করে তাদের নিকট থেকে অনলাইন জুয়ার আলামত হিসেবে ৫টি মোবাইল ফোন, ৯ টি বিভিন্ন কোম্পানীর সিমকার্ড যার মধ্যে ১টি এজেন্ট সিমকার্ড, অনলাইন জুয়া ১◌ীনবঃ এর ১ টি চ্যানেল উদ্ধার করা হয়। ওই মামলার তদন্তে লাল মিয়ার অনলাইন জুয়ার চ্যানেল চালাচ্ছে এমন খবর জানতে পেরে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারের পর লালমিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে পুলিশকে জানায়, ওই মামলার গ্রেফতারকৃত আসামীদের সহযোগিতায় তাহার অন্যতম সহযোগী কোমরপুর বাজারের নাজিম বিশ্বাসের ছেলে ভোলা, কোমরপুর গ্রামের আনারুলের ছেলে রুবেল ও চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদার বেষ্টপুর গ্রামের নজিরের ছেলে অনিকের ১টি 1xbet nagad, ১টি1xbet nagad, এবং ১টিMelbet nagad ও ১টি Melbet rocket চ্যানেল নিয়ে অনলাইন জুয়া পরিচালনা করে আসছিলো। ওই অনলাইন জুয়া পরিচালনা করার জন্য যে সকল এজেন্ট সিমকার্ড ব্যবহৃত হতো সে সকল এজেন্ট সিমকার্ড সরবরাহ করতো এবং অনলাইন অবৈধ ই ট্রান্সজেকশনের টাকা গ্রহন করতো অনিক ।

গ্রেফতারকালে আসামীর নিকট থেকে জব্দকৃত মোবাইল ফোন পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, আসামী মোঃ লাল মিয়া (৩৫) এর ফোনে Melbet এর MD. ZOHIRUL ISLAM নামে অনলাইন জুয়ার একটি চ্যানেল

আছে। যাহার বর্তমান ব্যালেন্স ৩৭৫৬০.৬৩ টাকা। ওই মেলবেট একাউন্টের হিস্ট্রিতে দেখা যায় যে, আসামী দীর্ঘদিন থেকে তাহার ব্যবহৃত মোবাইল নাম্বার ০১৮৩৪-০৭১২১০ এর মাধ্যমে MD. ZOHIRUL ISLAM নামে অনলাইন জুয়া Melbet এর মাধ্যমে লেনদেন করে আসছে। লাল মিয়া একজন সল্প শিক্ষিত লোক হওয়া সত্ত্বেও সে অনলাইন জুয়ার চ্যানেল কিভাবে পরিচালনা করতে হয় তাহা সে জানে।

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক দূর্গ গাড়াডোব

কোমরপুরের পরে মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক দূর্গ হিসেবে স্থান পেয়েছে গাংনী গাড়াডোব গ্রাম। যে গ্রামটিতে প্রায় অর্ধশত তরুন এ অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত।

গত বুধবার রাতে গাংনী গাড়াডোব গ্রামে অভিযান চালিয়ে রাসেল আহমেদ ও রাকিবুজ্জামান নামের দুই অনলাইন জুয়ার এজেন্টকে গ্রেফতার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ। তাদের স্বীকারোক্তীতে এসকল তথ্য উঠে এসেছে।

গ্রেফতারকৃত রাসেল ও রাকিবুজ্জামানকে গাংনী থেকে আটক অনলাইন জুয়ার মূল হোতা সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শিপুর বিরুদ্ধে করা মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ জানায়, মেহেরপুর জেলায় এক শ্রেণীর অসাধু ব্যক্তি অনলাইন জুয়া, ওয়ানএক্স বেট, মেলবেটসহ অনলাইন জুয়ার পরিচালনা করে বিকাশ/নগদ/রকেটের সেলস রিপ্রেজেনটেটিভদেও যোগসাজশে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতিত অবৈধ ই ট্রানজেকশন করে আসছে। গত ১৩ ফ্রেব্রুয়ারি গাংনী থেকে সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শিপুসহ ৬জনকে আটক করার পর পুলিশ তদন্ত শুরু করে। তদন্তে শিপুর অন্যতম এজেন্ট হিসেবে গাড়াডোব গ্রামের মৃত আবুল হাশেমের ছেলে আবু রাসেলকে(২৭) ও জামিরুল ইসলামের ছেলে রাকিবুজ্জামনকে প্রমানসহ গ্রেফতার করে। তাদেও কাছে থেকে ৬টি মোবাইল সেট, একটি ল্যাপটপ ও বেশ কয়েকটি সিম

জব্দ করা হয়।

আবু রাসেল পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তীতে জানায়, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শিপুর সহযোগী এজেন্ট ও পার্টনার হিসেবে কাজ করেন তিনি। বর্তমানে অনলাইন জুয়ার জনপ্রিয় সাইট ওয়ানএক্স বেট ও মেলবেট এ পুলিশের নজরদারি বেড়ে যাওয়ায় শিপুর সহযোগীতায় ওয়ানবেটপ্রো নামের নতুন একটি জুয়া সাইট কার্যক্রম করে আসছিলো। রাসেল আরো জানায়, নগদ/বিকাশে মাসিক ৩০/৪০ লক্ষ টাকা লেনদেন স্বাভাবিক হওয়ায় তারা প্রকাশে স্বাভাবিক ভাবে ওয়ানবেট প্রো ওয়েবসাইট পরিচালনা করে আসছিলো এবং গাংনী এলাকায় যতগুলো অনলাইন জুয়ার এজেন্ট পরিচালিত হয় তার মূল পরিচালনাকারী হলো সাহিদুজ্জামান শিপু। তার মত আরো যারা শিপুর এজেন্ট হিসেবে কাজ করে তাদের নাম ও পরিচয়ও স্বীকারোক্তীতে উল্লেখ করেছেন আবু রাসেল। তারা হলেন- গাড়াডোব গ্রামের আনারুলের ছেলে হারুন, আমিরের ছেলে দোস্ত মোহাম্মদ দুদু, একই গ্রামের নওশাদ, আবুল হাশেমের ছেলে রাজন, রাজ্জাকের ছেলে সাজু, ময়নালের ছেলে তুলিপ, মনুর ছেলে তামিম, তাহাজদ্দিনের ছেলে রিকন, আলমগীরের ছেলে আশিক, বাবলুর ছেলে নাসিরুল, হালিমের ছেলে রিপন, একই গ্রামের ফয়সাল, রবিউল ইসলামের ছেলে তাহারুল, ।

ডিবির ওসি সাইফুল আলম জানান, মেহেরপুর পুলিশ সুপার স্যারের নির্দেশে অনলাইন জুয়া মুক্ত করতে পুলিশের এ অভিযান অব্যহত রয়েছে। বাকিদের গ্রেফতারে অভিযান চলবে।

প্রসঙ্গত, গত ১৩ ফেব্রুয়ারি রাতে গাংনী শহরের উত্তরপাড়ায় সাবেক ছাত্রলীগ নেতা সাহিদুজ্জামান শিপুর কার্যালয়ে অভিযান চালিয়ে শিপুসহ অনলাইন জুয়ার ৬ এজেন্টকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরদিন গাংনী থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে তাদের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়। যে মামলায় শিপুসহ ওই ৬জন কারাগারে রয়েছেন।

এদিকে, মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে একের পর এক হানা দিয়ে পুলিশ প্রায় অর্ধশত এজেন্টকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশের এ অভিযান ও নজরদারী অব্যহত থাকায় জেলার অনলাইন জুয়াড়ীরা গা ঢাকা দিয়েছে। তারা বিচ্ছিন্নভাবে অনলাইন জুয়ার কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে বলে জানা গেছে।

এ সংক্রান্ত আরো খবর

গাংনীতে অনলাইন জুয়ার সম্পৃক্ততায় ছাত্রলীগ নেতা শিপুসহ ৬জন আটক